بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বুরকিনা ফাঁসো এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার তাহরীক এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশনার আলোকে পবিত্র কুরআনের গুণাবলী, অবস্থান, মর্যাদা এবং মহত্ত্ব ব্যাখ্যা

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩রা মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম পবিত্র কুরআনের যে তত্ত্বজ্ঞান আমাদেরকে দান করেছেন এবং এই জ্ঞান বোঝার ও অনুশীলন করার যে পদ্ধতি তিনি তাঁর কিতাব ও বাণীর মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার কতিপয় অংশ আমি বিগত খুতবায় ব্যাখ্যা করেছি। পবিত্র কুরআন যা আমাদেরকে ঐশী তত্ত্ব জ্ঞানের ভান্ডার দান করে, তা আসলে বান্দাকে আল্লাহ্র সাথে একত্রিত করে। এ ছাড়া আল্লাহ্কে লাভ করার আর অন্য কোন উপায় নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন-

কুরআন হল আল্লাহ্র বাণী! এটি ছাড়া মারেফতের বাগিচা অসম্পূর্ণ

তাই এই বিষয়টি সর্বদা আমাদের সামনে রাখা উচিত। আমরা যদি খোদা তাআলার নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টি চাই, যদি আমরা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করতে চাই, তবে আমাদের এই বিষয়গুলো মনে রাখা উচিত। এটাও মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রেরিত একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি হলেন এ যুগে মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম। গত দুই খুতবায় তিনি (আ.) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে গভীরতার সাথে আলোকপাত করেছেন এবং এর সৌন্দর্যরাজি সম্পর্কে অবহিত করেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু ব্যাখ্যা করেছিলাম। এই বর্ণনা এখনও চলছে এবং এটি সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে। এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণীর আলোকে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য,

অবস্থান ও গুরুত্ব উল্লেখ করব।

লালা ভীম সেনকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি পত্রে কুরআন যে খোদার বাণী, তা ব্যাখ্যা করে তিনি (আ.) বলেন, কিছু দিন আগে লেখরাম নামে এক ব্রাহ্মণ যে আর্য ছিল কাদিয়ানে আমার কাছে আসে এবং বলে যে বেদ হল ঈশ্বরের বাণী। (উত্তরে) তিনি (আ.) বললেন, আমি পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে জানি, কারণ এতে শির্‌ক বা অন্য কোনো অপবিত্র শিক্ষা নেই। এটা অনুসরণ করলে জীবিত আল্লাহ্‌র চেহারা দেখা যায় এবং অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। তাই মহান আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার শর্ত হলো তা যেন শিরক্‌মুক্ত হয় এবং তা অনুসরণ করলে মহান আল্লাহ্‌র মুখ দেখা যায়।

পবিত্র কুরআন কিভাবে আল্লাহ্‌র মুখ দেখাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তা সাহাবাদের জীবনে দেখা যেতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে কুরআন শিক্ষার প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ, যেটি ইসলামের আদর্শ যুগ ছিল, এই সময়টিকে বিস্তৃতভাবে দেখলে প্রমাণিত হয় যে মহানবী (সা.) এর শিক্ষা কিভাবে মুমিনদের.....সর্বনিম্ন পদ থেকে সর্বোচ্চ পদে উন্নীত করেছিল.....খোদা একটি পবিত্র আত্মা দিয়ে তাদের সমর্থন করেছিলেন.....তারা শুধু এমন পর্যায়েই রয়ে গেল না যেখানে তারা তাদের দোষ ও পাপ অনুভব করত এবং এর দুর্গন্ধে তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ল, বরং এখন তারা এমনভাবে কল্যাণের দিকে পদক্ষেপ নিতে শুরু করল যে.....তারা কেবল তাদের দুর্বলতা দূর করেনি বরং পুণ্যের দিকেও অগ্রসর হতে শুরু করল। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা এমন সাধনার পথ অবলম্বন করেছিল, যার চেয়ে বেশি মানুষের পক্ষে কল্পনাতীত। আল্লাহ্‌র পথে তারা তাদের জীবনকে শুষ্ক খড়কুটোর ন্যায়ও মূল্য দেয়নি। অবশেষে তারা গ্রহনীয়তার মর্যাদা লাভ করে এবং আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা ও নেকীর প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ করে তুললেন। সুতরাং এটা তাদের উপর পবিত্র কুরআনের প্রভাব যে তারা পৃথিবী থেকে উঠে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হল, যে সম্পর্কে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাদের প্রত্যেকেই তোমাদের জন্য পথপ্রদর্শক।

পবিত্র কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রকাশক হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনকে অনুসরণ করে এবং ভালোবাসা ও সত্যবাদিতাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়, সে প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়। এ সবই হল সেই মহান ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের ফল যা আমরা আল্লাহ্‌র বাণী পবিত্র কুরআনে অধ্যয়ন করি। তিনি (আ.) বলেন, আমি পবিত্র কুরআনে একটি মহান শক্তি পেয়েছি, আমি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের মধ্যে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছি এবং তা হলো তাঁর (সা.)'র প্রকৃত অনুসারীরা আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের মর্যাদা লাভ করে।

পবিত্র কুরআনের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআনের চারটি অলৌকিক গুণ রয়েছে। প্রথম গুণ হল পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতা, যা মানুষের বাগ্মীতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বিতীয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্যটি হল, এটি যে কাহিনীগুলি বর্ণনা করেছে তা আসলে ভবিষ্যদ্বাণী। তৃতীয় অনন্য সাধারণ গুণ হল, পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় মানব প্রকৃতিকে তার পরিপূর্ণতায় আনার যাবতীয় উপকরণ রয়েছে। চতুর্থ মহান অলৌকিক গুণটি হল, এটি নিখুঁত অনুসারীকে সর্বশক্তিমান খোদার এত কাছে নিয়ে আসে যে সে ঐশী কথোপকথনের সম্মান লাভ করে এবং তার দ্বারা সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি প্রকাশিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা অনুসরণ করলে দোয়া কবুল হয়।

পবিত্র কুরআনের একটি অলৌকিক প্রভাব এই যে, যারা নিষ্ঠাপূর্ণভাবে এর অনুসরণ করে তারা গ্রহনীয়তার মর্যাদা পায় এবং তাদের প্রার্থনা কবুল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ স্বীয় মনোরম ও প্রতাপপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে অবগতও করেন, এবং বিশেষ করে শত্রুদের বিরুদ্ধেও তাদের সাহায্য করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন: খোদা তাআলার মহিমা ও তার প্রতাপের প্রতি বিশ্বাস এমন হওয়া উচিত যা অজ্ঞতার আবরণ বিদীর্ণ করবে এবং শরীরে কম্পন সৃষ্টি করবে এবং মৃত্যুকে নিকটবর্তী করে দৃশ্যায়ন করবে এবং এমন ভীতি হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করবে যে, আত্মমর্যাদার সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙ্গে যাবে এবং মানুষ এক অদৃশ্য হাত দ্বারা খোদার দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তার হৃদয় এই বিশ্বাসে পূর্ণ হবে যে প্রকৃতপক্ষে এক খোদা বিদ্যমান, যিনি নির্ভীক অপরাধীকে শাস্তি ছাড়া পরিত্রান দেন না। আমি সকলের কাছে ঘোষণা করছি যে এই চাহিদা পূরণকারী কিতাব হল পবিত্র কুরআন। যে ব্যক্তি কুরআন অনুসরণ করে তাকে খোদা নিজেকে দেখান এবং তাকে ঐশী রাজ্যের পরিভ্রমণ করান এবং 'আমি বিদ্যমান' আওয়াজে আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।

'পবিত্র কুরআন হল শিরক্ থেকে মুক্তির উপায়' বিষয়টি বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেনঃ পবিত্র কুরআন আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, ভারত, চীন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে তাওহীদের বীজ বপন করেছে। দেশের অধিকাংশ এলাকা থেকে বহুশ্বরবাদ ও সৃষ্টিবাদের বীজ উপড়ে ফেলা হয়েছে। এটি একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ যার দৃষ্টান্ত কোনও যুগে পাওয়া যায় না।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হল একটি উচ্চ স্তরের শিক্ষা। এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন: এই কিতাবটি চরম নৈরাজ্যের যুগে নাযিল হয়েছিল এবং এর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এই কিতাবটি এসেছে সেই সব লোকদের সংস্কারের জন্য যাদের অন্তরে কলুষিত আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অশ্লীল কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

পবিত্র কুরআন একটি বিশ্বজনীন গ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন: যখন মানুষ বিশ্বের জনসংখ্যায় উন্নতি লাভ করে এবং মিলনের পথ উন্মুক্ত হয় এবং এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং জানা যায় যে, পৃথিবীর অমুক অমুক অংশে মানব জাতি বসবাস করে এবং সর্বশক্তিমান খোদা তাদের আবার একটি জাতির মত করে বানাতে চান এবং বিভক্তির পরে তাদের একত্রিত করতে চান, তখন খোদা তাআলা সমস্ত মানুষের জন্য একটি ঐশী কিতাব প্রেরণ করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এই উদ্দেশ্যগুলি কি কি? প্রথম উদ্দেশ্য হল, কে এটা করছে এবং এর কারণ কি। দ্বিতীয়ত, এর জন্য অন্যান্য বাহ্যিক এবং ব্যবহারিক কারণগুলি কী কী? তৃতীয়ত, এর বৈষয়িক লাভ কী? চতুর্থত, এসবের মূল কারণ ও উদ্দেশ্য কী? প্রথম উদ্দেশ্য **'ইল্লতে ফায়েলি'** সম্পর্কে বলেন, **আলিফ লাম মিম আনাল্লাহু আ'লামু**। মানে, আমিই আল্লাহ্, সর্বজ্ঞানী। **'ইল্লতে মাদি' যালিকাল কিতাবু**, অর্থাৎ এই কিতাবটি এসেছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন এবং এর উপর আমল করে প্রকৃত উপকার পাওয়া যায়। **'ইল্লতে সাওরী'** হল **লা রায়বা ফিয়হি অর্থাৎ** এই গ্রন্থটিতে কোনও সন্দেহ নেই। যা বলা হয়েছে তা স্থিতিশীল এবং যা দাবি করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থটির **'ইল্লতে গাই'** (অর্থাৎ উদ্দেশ্য) হল **হুদাল্লিল মুত্তাকীঈনা**, অর্থাৎ গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হল মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শন করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আজকের তথাকথিত আলেমরা কুরআনের কালজয়ী শিক্ষাকে এমন রঙে পেশ করেছে যে, বিরোধীরা আপত্তি করার সুযোগ পেয়েছে। আজকে আমাদের আহমদীদের কর্তব্য হল এই শিক্ষার গুণাবলী আমাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করা এবং নিজেদের মধ্যে তাকওয়া গড়ে তোলা। বিশ্বকে জানিয়ে দিন পবিত্র কুরআন হল সকল রোগের নিরাময়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাকওয়ার পথে চলার তওফীক দান করুন। আমীন

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বুরকিনা ফাঁসো এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের

জন্য দোয়ার আহ্বান জানান। হুযুর আনোয়ার বলেন:

এখন আমি দোয়ার তাহরীকও করতে চাই। বাংলাদেশে আজকাল বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ তার প্রথম দিন ছিল। কিন্তু সেখানে সভাস্থলে হামলা চালায় প্রতিপক্ষরা। আহতও হয়েছেন বহু মানুষ। এ পর্যন্ত যে খবর এসেছে, তাতে তারা এমনভাবে হামলা চালিয়েছে যে কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে। তারপর তারা এই এলাকায় আহমদীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। আল্লাহ্ আহমদীদেরকে বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তাদেরকে গ্রেফতার করারও ব্যবস্থা করুন। তাদের জন্য হেদায়েতের কোন দোয়া তো থাকতে পারে না। আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাসহিয়কা (হে আল্লাহ্! তাদের চূর্ণ বিচূর্ন করে ছাই করে দাও) এই দোয়াই মুখ থেকে বের হয়, অন্তর থেকে আসে।

একইভাবে, পাকিস্তানের অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ আহমদীদের অবস্থা সেখানেও সুরক্ষিত রাখুন। বুরকিনা ফাঁসোতে এখনও বিপদ ঘনিয়ে আছে। সেখানকার জন্যও দোয়া করুন। একইভাবে আলজেরিয়াতেও আহমদীদের বিরুদ্ধে কিছু মামলা রয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করবেন। আল্লাহ্ সর্বত্র আহমদীদের হেফাজত করুন।

বাংলাদেশে, আমি যেমনটা বলেছি, প্রশাসন আমাদের বলেছে চিন্তা করবেন না। জলসা করুন, আমরা পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করব। কিন্তু দাঙ্গাবাজ, সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীরা যখন তাদের হাতিয়ার নিয়ে আসে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ নির্বাক দর্শক হয়ে বসে থাকে, কিছুই করে না। যাইহোক, আমাদের মহান আল্লাহ্র কাছে মাথা নত করা উচিত, আমাদের মহান আল্লাহ্র কাছে সাহায্য কামনা করা উচিত। আল্লাহ্ আমাদের এসব ভাইদের সমস্যা দ্রুত দূর করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)**

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েব সাইটটি ভিজিট করুন: https://ahmadiyyamuslimjamaat.in/books/nashr-o-ishaat/Stock-Price/Bangla/

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
03 March 2023
*Distributed by*
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
*Distt*.....*Pin*.....*W.B*

**To,**
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in